

# ହାତେ ହାତ ରେଖେ ଗୁନ୍ଦର ଜନାତା ଶକ୍ତି

ଲିଖିତ୍ସେନ - ମାହମୁଦା ଉସ୍ମେ ଅନିଶା

ଶ୍ରୀଫିକ୍ଷା ଓ ସମ୍ପାଦନା - ବିକାଶ ସରକାର

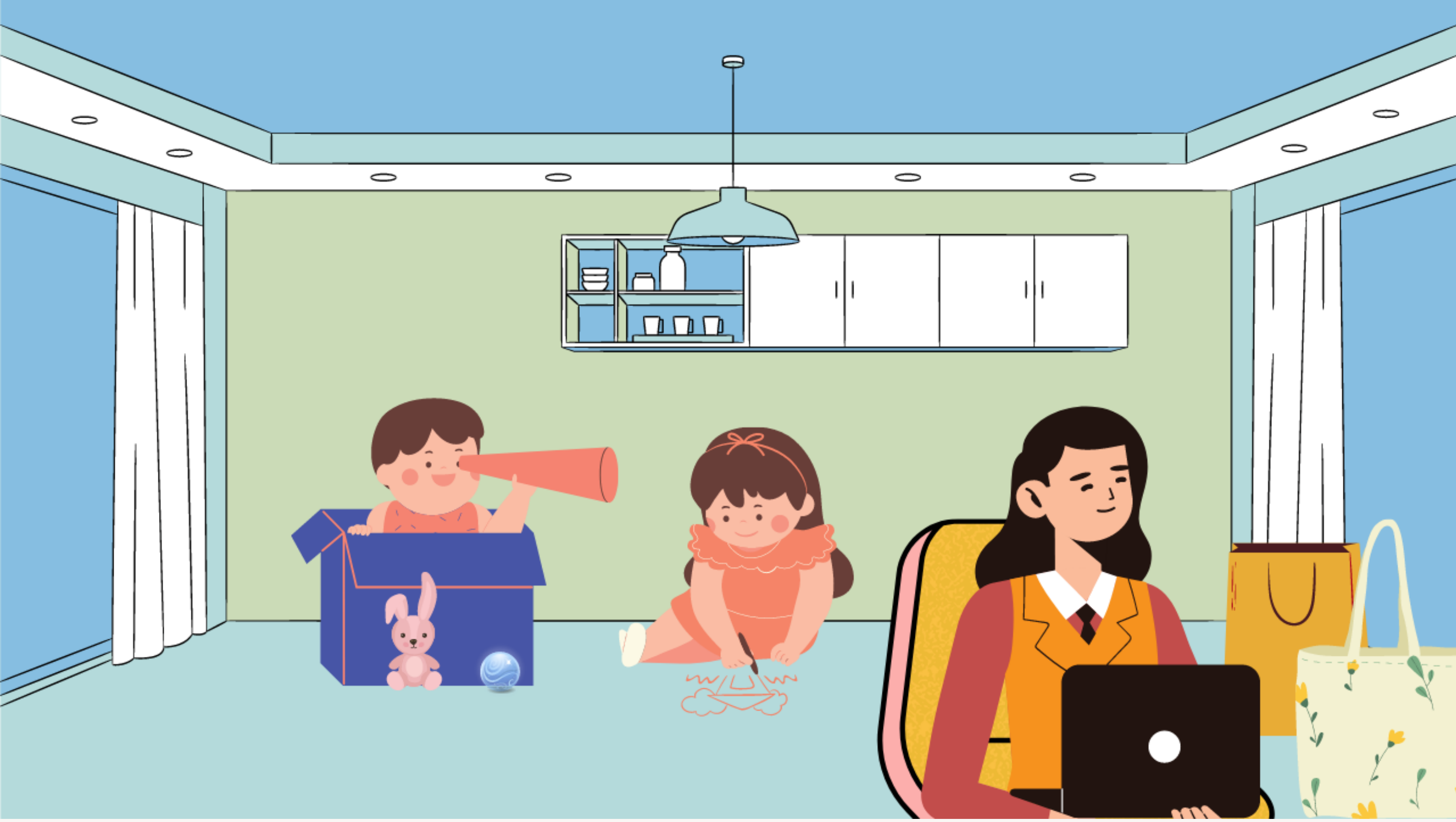




চিনি আর মিনিসো দুই ভাই বোন। তারা রোম নগরীতে বসবাস করে। একদিন তার মা যখন রান্নাঘরে কাজ করছিলেন তখন পাশের রুম থেকে শুনতে পেলেন চিনি আর মিনিসো দুজন বালিশ দিয়ে মারামারি করছে। তখন তার মা রেগে গিয়ে তাদের রুমে গিয়ে তাদেরকে থামতে বললেন এবং বললেন আমি বাজারে যাব আমার সাথে তোমরা কে কে যাবে? তখন চিনি আর মিনিসো দুজনই হাত তুলল। এরপর চিনি মুখ বাকিয়ে ওর বিছানা থেকে নেমে মায়ের পিছু পিছু ছুটে চলল। এরপর মিনিসো ও মায়ের সাথে ছুটে চলল।



তারপর তারা গাড়ি দিয়ে সেই দোকানটিতে চলে আসলো। মা বললেন তোমরা না বলে কোন জিনিস ধরবে না। কিন্তু তারা এ কথা একদমই শুনলো না। তারা দুষ্টুমি শুরু করল এবং দোকানটিতে ছুটাছুটি শুরু করল।



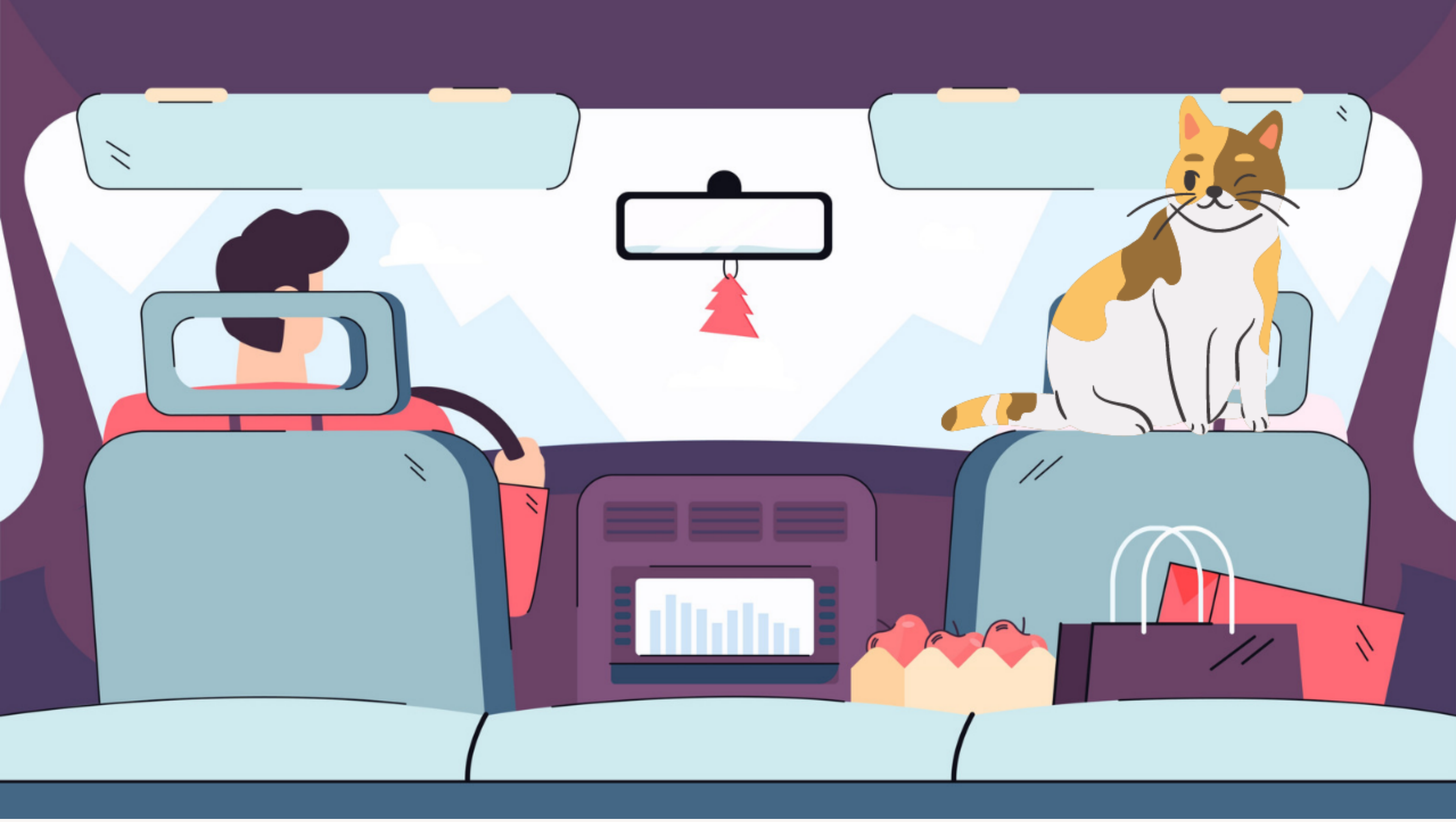
মিনিসো একসময় হঠাৎ করে একটি বক্সের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল এবং চিনি সেটি দেখে ফেলল। এরপর মিনিসো তাকে বলল যে “চুপ, এটি কাউকে বলবেনা”। তারপর তারা জিনিসপত্র নিয়ে বাসায় চলে আসলো। বাসায় এসে তার মা জিনিসপত্র রাখল এবং ক্লান্ত দেহে সোফায় ঘুমিয়ে পড়ল।



তখন চিনি আর মিনিসোর ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে খাওয়া শুরু করলো এবং পুরো ঘর তারা নোংরা করে ফেললো। মা দেখে কিছুটা রাগান্বিত হ।



এরপর তারা দু'জন বাহিরে চলে আসলো এবং দেখল তাদের নানা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলছে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল নানা তুমি কি পিকনিকে যাচ্ছ? নানা বলল, “না আমি পিকনিকে যাচ্ছি না আমি কিছু দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করতে যাচ্ছি। তোমরা কি আমার সাথে যাবে?” তখন তারা দুজন বললো, “হ্যাঁ আমরা যাব তোমার সাথে”। এরপর মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তারা নানার সাথে রওনা হল।



তারা যখন যাচ্ছিল তখন মিনিসো নানাকে জিজ্ঞেস করল নানা দরিদ্র বলতে কি বুঝায়? তখন নানা তাদের বললেন, “যাদের থাকার মতো কোনো বাড়ি নেই, খাওয়ার মত কোন খাবার নেই তারাই হচ্ছে দরিদ্র”।

তখন চিনি আর মিনিসো বলল, “তাদেরকে আমরা সাহায্য করবো কেন?”

তখন নানা বললেন, “আমরা যদি দরিদ্রদের সাহায্য করি তাহলে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের উপর খুশি হবেন এবং আমরা যত তাদেরকে দান করব তত আমাদের সেই জিনিস বৃদ্ধি পাবে।”

তখন চিনি আর মিনিসো খুশি হয়ে গেল।

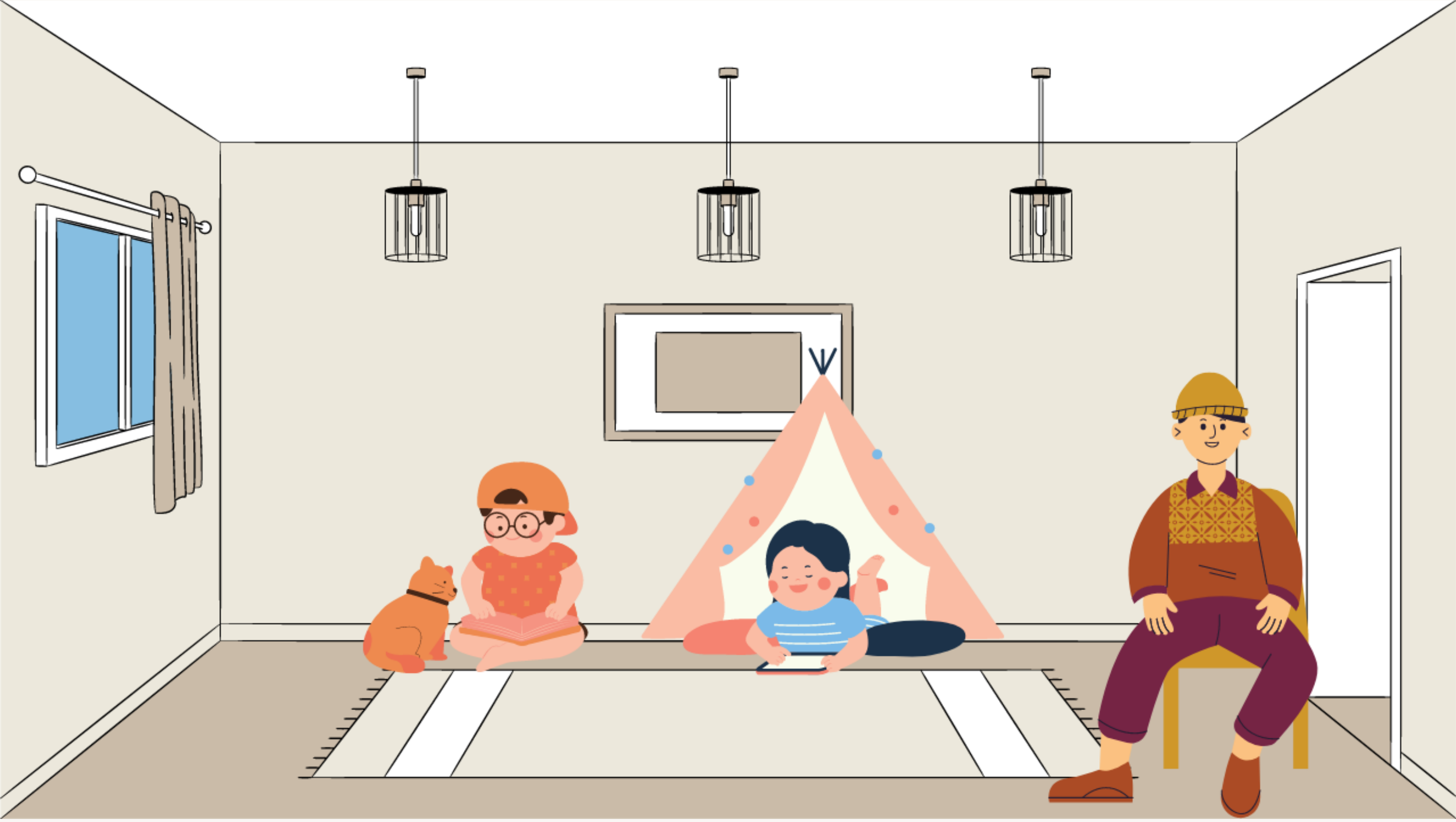


এরপর তারা সেই জায়গাটিতে এসে পৌঁছালো।

সেখানে এসে তারা দুজন মিলে দরিদ্রদের খাবার বিলিয়ে দিলো। তারা সবার সাথে সময় কাটিয়ে আবার নানার সাথে খুশিমনে বাড়িতে ফেরার জন্য গাড়িতে চড়ে বসলো।



ফেরার পথে নানা তাদের দুজনকে আইসক্রিম কিনে দিলেন এবং তারা নানাকে ধন্যবাদ জানালো। যখন নানা তাদের আইসক্রিম কিনে দিচ্ছিলেন তখন তারা রাস্তায় দেখল একজন অন্ধ বৃদ্ধা রাস্তা পার হওয়ার জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। কিন্তু চিনি ও মিনিসো ঠিকই সেই মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করল।



তারা ফিরে আসার পর মিনিসো নানাকে জিজ্ঞেস করল, “নানা রাস্তায় তো আরো লোক ছিল তারা কেন সেই মহিলাটিকে সাহায্য করল না?” তখন নানা বললেন, “সাহায্য করার জন্য সবার সুন্দর মন এবং মানসিকতা থাকতে হবে এবং অবশ্যই আমরা সবাইকে সাহায্য করবো এটা ভেবে যে তাদের কাছ থেকে আমরা বিনিময়ে কোন কিছু নেবো না বা আমরা তাদের কাছ থেকে কোন কিছু এর পরিবর্তে আশা করবো না। আমরা তাদেরকে মন থেকে সাহায্য করবো। তাহলে আমরা যে কার্ডকেই সাহায্য করে আনন্দিত হবো।



আমরা মানুষকে সাহায্য করবো এটা জেনেও যে তারা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। অবশ্যই অন্য কারোর জন্য আমরা অপেক্ষা করবো না এবং আমরা আমাদের নিজেদের দায়িত্বটি পালন করব। আমরা সবসময় আমাদের বন্ধু পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করবো।



চিনি ও মিনিসো নানার কাছে বিদায় নিল এবং বলল, “নানা আবার যদি তুমি কোথাও এরকম সাহায্য করতে যাও তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে। এবং নানা তাদেরকে বললেন, “আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে নিয়ে যাব”। চিনি আর মিনিসো অনেক খুশি হয়ে নানাকে ধন্যবাদ জানালো। তখন তারা মাকে সবকিছু জানালো এবং মা তাদের কথা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং বললেন আমাদের অবশ্যই মানুষদের কে সাহায্য করা উচিত।